দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

শিক্ষাঙ্গন

নারী শিক্ষার সমস্যা

এইচ, এস, ম্যারীক্ষান বলেছিলেন, "প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের ভিত কত মজবুত তা নির্ভর করে সে রাষ্ট্রের তরুণ সমাজের শিক্ষার উপর।" কথাটিকে আরো একটু বাড়িয়ে এভাবেও বলা যায়, একটা দেশ বা জাতি কতটা সভ্য, উন্নত তা সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব যদি সেদেশ বা জাতির নারী সমাজের অবস্থা আমরা পর্যবেক্ষণ করি। পুরুষ শাসিত সমাজে অতীতে নারীকে শৃঙ্খলিত করে রাখার বহু চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে গৃহবন্দী নারীর স্তুতিকীর্তনও করা হয়েছে। কিন্তু তাতে দেশ বা জাতির কল্যাণ হয়নি। বরঞ্চ নারী শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে আরো সভ্য ও উন্নত করা যেত। কারণ গৃহিণীর সুশিক্ষার সুফল গোটা পরিবারে প্রভাব ফেলে। যেহেতু শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার স্তম্ভ গঠিত হয় কেবলমাত্র মায়েদের কাছ থেকে। তাই আমাদের দেশের নারীদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

এদেশে এখনো সে কুসংস্কার অনেকের মধ্যে রয়েছে— যে নারী যতো শিক্ষিতই হোক, সে হেঁসেলে তাকে যেতেই হবে। অতএব অযথা নারীর উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন কি? আসলে এটা নিছক নারীদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখার এক প্রয়াস মাত্র।

এদেশে এখনো এমন লোকের অভাব নেই যারা বলে বেড়ান নারীকে বেশী শিক্ষিত করলে তারা বেপর্দা, বেহায়া তথা স্পষ্টবাদী হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে শিক্ষিত হয়েও অনেকে শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য পোষণ করে থাকেন। বর্তমানে মহিলাদেরকে আত্মমর্যাদায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার। মহিলারা যেভাবে পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছেন তার প্রতিকার শুধুমাত্র নারী শিক্ষার মান বাড়িয়েই করা সম্ভব। সে কারণেই প্রয়োজন পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সুশিক্ষা দানের। নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সুব্যবস্থা করতে হবে। ছেলেরা যতো সহজেই ঢাকার বাইরে থেকে প্রত্যহ ঢাকা এসে ক্লাস করতে পারে মেয়েরা তা সহজেই পারে না। এর জন্য প্রয়োজন ছাত্রী হোস্টেল বাড়ানো। যা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এমন অনেক মেয়ে আছে যারা কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে ঢাকায় পড়াশুনা করে এবং সপ্তাহান্তে বা কোন ছুটির সময় গ্রামের বাড়ী চলে যায়। এমনও আছে যারা সুদূর টঙ্গী থেকে এসে সাড়ে সাতটার ক্লাস করে। তাই এ ধরনের কষ্ট স্বীকার করেও যারা শিক্ষার মহান ব্রত সাধনায় উৎসাহী তাদের উৎসাহিত করার জন্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সরকার ও জনগণকে যৌথভাবে কাজ করে যেতে হবে। এছাড়াও রয়েছে যাতায়াত সমস্যা। বিভিন্ন দূর-দূরান্ত থেকে ছেলেরা যেভাবে বাদুরঝোলা হয়ে বাসে চড়ে আসে মেয়েদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। রিকশা ভাড়া যেহারে বেড়েছে তাতে বাসে না চড়েও উপায় নেই। তাই প্রয়োজনীয় রুটসমূহে নিদেনপক্ষে মহিলা বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমাদের এ মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে যে, মেয়ে বলেই তাদেরকে শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর করে রাখতে হবে। সবশেষে কাজী নজরুল ইসলামের একটি উক্তির মাধ্যমে এভাবে বলা যায়, "কোন কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।"

—ফিরোজা বেগম